OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 144 - 150
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সাধনা পর্বে রবীন্দ্র-ছোটগল্পে নির্বাচিত চিত্রকল্পের বৈচিত্র্য

শ্রাবনী রুদ্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত), কলকাতা
Email ID: drshrabanirudra@gmail.com
0009-0005-4572-9414

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Imagery, Rabindranath Tagore, Short stories, Sadhana Period, Visual Image, Audio Image, Olfactory Image, Tactile Image, Image of Taste, Abstract Image.

Abstract

Who don't love to imagine are rare. When our desires, stuck in the rules of real life, start to crave fulfillment, imagination opens up endless possibilities. In the world of imagination, our desires easily find a tangible form. Imagination brings freedom, taking us far from reality and adding a unique quality to an artist's thoughts.

This quality varies depending on one's mind, brain, and environment. The artist's powerful quality brings a constructive and creative method to literature, known as imagery or 'chitrkalpa' in Bengali. When a writer creates a picture with words, conveying their emotions, experiences, or message, and the reader perceives it through their senses or intuition, that's where imagery is born.

Imagery conveys a writer's thoughts, feelings, and experiences, connecting the writer's heart with the reader's heart.

The concept of imagery originated from the 'Imagist Movement' in America and England in the early 20th century. In Bengali literature, Abusoyid Ayyub first used the term 'chitrkalpa' in his essay 'The Beautiful and Reality'.

Many Bengali writers of the 20th century were influenced by this Western concept and incorporated imagery into their work. However, Rabindranath Tagore didn't create imagery under Western influence; it was already present in his work, inspired by Sanskrit literature and Kalidasa's poetry.

In Tagore's short stories, we find two types of imagery : sensory and abstract. Sensory imagery is more common, and it has several subcategories.

My essay will explore the diversity of imagery in selected short stories by Rabindranath Tagore.

Discussion

কল্পনা করতে ভালোবাসে না এমন মানুষ সংখ্যায় বিরল। বাস্তব জীবনের নির্দিষ্ট নিয়মাবলীতে থমকে যাওয়া ইচ্ছেরা যখন ছটফট করে পূর্ণতার লোভে, ঠিক সেই সময়ই মানুষের মন ও মস্তিষ্কের সংযোগে সীমাহীন অবাধ দ্বার মেলে দাঁড়ায় কল্পনা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আপন আপন ইচ্ছেরা কল্পনার জগতে খুব সহজেই পায় পূর্ণতার সাবয়ব আকার। কল্পনার জগতে স্বাধীনতা আশীর্বাদ হয়ে বাস্তবতা থেকে বহুদূরে নিয়ে গিয়ে শিল্পীর ভাবনায় যোগ করে এক আশ্চর্য গুণ। মন-মস্তিষ্ক এমনকি পরিবেশ ভেদে এ-গুণ স্বতন্ত্র। শিল্পীর সেই অমোঘ গুণ সাহিত্যে আনে এক গঠনমূলক, সৃজনমূলক পদ্ধতির যাকে আমরা চিত্রকল্প বলে জানি। লেখক যেখানে ভাষা দিয়ে ছবি গড়ে ঐ ছবিটির মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজের কোনো আবেগ অনুভূতি অভিজ্ঞতা বা বিশেষ কোনো বার্তা পাঠকের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন, পাঠক তার ইন্দ্রিয় বা কখনও কখনও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা ছবিটিকে স্পর্শ করে লেখকের দেওয়া বার্তাটি উপলব্ধি করতে পারে সাহিত্যের সেই স্থানে চিত্রকল্পের সূচনা হয়। চিত্রকল্প থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধি পাঠকের চেতনায় নতুন এক বোধের সঞ্চার করে। একজন লেখকের চিন্তা ভাবনা অভিজ্ঞতা এবং মননশীলতার পরিচয় বহন করে চিত্রকল্প। চিত্রকল্প সেই প্রকাশ শক্তি যা লেখকের হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের অনুভূতির সেতু বন্ধনের কাজ করে।পাশ্চাত্যে বিশ শতকের সূচনায় আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডে ‘ইমেজিস্ট আন্দোলন’ দেখা যায় সেখান থেকেই ‘ইমেজারি’ বা ‘চিত্রকল্পে'র উৎপত্তি। বাংলা সাহিত্যে আবুসয়ীদ আইয়ুব তাঁর ‘সুন্দর ও বাস্তব’ প্রবন্ধে সুন্দরের আলোচনায় চিত্রকল্প নামটি প্রথম ব্যবহার করেন। পাশ্চাত্যে ‘ইমেজিস্ট আন্দোলনে’র প্রেরণা পাওয়া যায় টি. ই. হিউমের কাছ থেকে এবং এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এমি লাওয়েল। এজরা পাউণ্ড এই আন্দোলনের প্রধান নেতা হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যকে নতুন করে দেখার যে দূরগামী ভাবনা-চিন্তা এজরা পাউণ্ডের মধ্যে ছিল সেই দূরগামী দৃষ্টি পাশ্চাত্যে এনেছিল ইমেজিস্ট মুভমেন্ট নামক একটি আন্দোলনকে। এমি. লাওয়েল-এর ‘Some imagist Poet’ গ্রন্থ থেকে এই আন্দোলনের মূল বক্তব্যে কবিতা রচনার একাধিক নিয়ম রীতির মধ্যে একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল কবিতায় একটি স্বচ্ছ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাষায় তৈরি ছবি থাকবে, এবং এই ছবি গোটা কবিতার বিষয়-বস্তুকে খুব সহজে পাঠকের কাছে তুলে ধরবে অর্থাৎ গোটা কবিতার স্বরূপ ছবির আকারে পাঠকের ইন্দ্রিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে। পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য কবি এবং তাত্ত্বিক C. D. Lewis তাঁর ‘The poetic image’ গ্রন্থে চিত্রকল্পের একটি সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা তিনি আমাদের দেন যা থেকে চিত্রকল্প সম্পর্কে খুব সহজেই একটি পরিস্কার ধারণা তৈরি হয়। তিনি বলেন—

> “In it's simplest terms, it is a picture made out of words. An epithet, a metaphor, a simile may create an image; or an image may be presented to us in a pharse or passage on the face of it purely descriptive, but conveying to our imagination something more than the accurate reflection of an external reality”[১]

এবং পরবর্তীকালে Rabin skelton ‘CATEGORIES OF IMAGERY’ অধ্যায়ে তিনি ইমেজের যে বিভিন্ন স্তর হতে পারে সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় আমরা দশটি বিভাগ পেয়ে থাকি—

“**Simple Image -** A word which arouses ideas of sensory perception. cold, bright, loud, bitter, tree, yellow, hard, hand, house.
Abstraction - A word which arouses no ideas of sensory perceotion. truth, concept, idea, accuracy, justice, satirical, cunning, wily, wise.
Immediate Image - An image Fundamentally concerned with arousing ideas of touch, sound,sight, smell, taste. yellow, loud, rough, stench, acid.
Diffuse Image - An image concerned only indirectly with stimulating the senses, or restricted in its appeal to no one sense. meeting, desire, parting, laziness, weariness, vigour.
Abstract Image - An abstraction which contrives to arouse ideas of sensory perception because of personification or similar devices. Truth, Mercy, Love, accurate justise.
Combined Image - A combination of words containg only one true image. cold as charity, accrate knife, red revolution, immemorial elms.
Complex Image - A combination of words containing more than one true image. bee-loud glade, golden daffodils, bitter rice.
Combined Abstract Image - A combination of words containing one abstract image, and no true images. noble Truth, just Mercy.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Complex Abstract Image - A combination of words containing more than one abstract image, and no true images. Faithful Charity, sincere Love.
Abstract Combined and Abstract Complex Image - A complex or Combined Image in which the Abstraction is of more importance than the image; in which the image or images merely Qualify the abstraction. golden accuracy; cold, chaste, charity."[২]

বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের বহুলেখক এই পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের রচনায় আনেন চিত্রকল্প। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেননি। এর বহু আগে থেকেই রবীন্দ্র সাহিত্যে চিত্রকল্প লক্ষ করা যায়। পারিবারিক সূত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি টান এবং বিশেষ করে কালিদাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, কালিদাসীয় কাব্য ভাবনায় যে অদ্যপ্রান্ত শব্দে গঠিত ছবি রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে যার ফল স্বরূপ রবীন্দ্র-মননে চিত্রকল্পের প্রভাব থেকে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রসাহিত্যে চিত্রকল্পের সৃষ্টি।

১২৯৮ থেকে ১৩০২ সাল পর্যন্ত সাধনার স্বর্ণযুগ বহমান ছিল। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে প্রতিটা গল্পের বুননে তিনি লাভ করেছিলেন এক-আকাশ মুক্তি। মুক্তির আনন্দ বাঁধন হারা হাওয়ার মতো প্রকৃতির গাছ-পালা, পশু-পাখি, নদী-পুকুর মানুষজনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিধাতার তুলিতে আঁকা এ-জগতকে তিনি নিঁখুত ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জগতের সমস্ত রস নিঙড়ে নিয়ে সেই রসে আপন ভাবানুরস মিশিয়ে গল্পের পাতায় সৃষ্টি করলেন তিনি আরেকটি জগৎ। এ তাঁর নিজস্ব জগৎ। বাইরের জগতেকে তিনি যেভাবে দেখছেন আর যা ভাবছেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটান ভাষার তুলির আঁচড়ে। ইন্দ্রিয়দ্বারা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে কখনও উপমায় বা কখনও বর্ণনায় এক-একটি ছবি সেখানে আত্মপ্রকাশ করে।

চিত্রকল্প সম্পর্কিত আলোচনার পর বলা যায় চিত্রকল্প মূলত দুই শ্রেণীর— ১) ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক চিত্রকল্প, ২) বিমূর্ত চিত্রকল্প। রবীন্দ্র-ছোটগল্পে এই দুই শ্রেণীর চিত্রকল্পই পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে এরমধ্যে ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক চিত্রকল্পের সংখ্যা সর্বাধিক। ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক চিত্রকল্পের আবার বেশ কয়েকটি প্রকারভেদ রয়েছে। উপরিউক্ত চিত্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা থেকে রবীন্দ্র-ছোটোগল্পে নির্বাচিত কিছু চিত্রকল্পের বৈচিত্র আমার আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়। নিম্নে ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক চিত্রকল্পের বিশদ বিবরণ রইল—

ক. ভাষায় তৈরি যে সমস্ত ছবি ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে মস্তিষ্কে মূর্ত হয়ে উঠছে কিন্তু পাঠক চিত্তে ঐ ছবি থেকে কোনো নব বোধের জন্ম না হলেও গল্পে বিশেষ কোনো বর্ণনায় বা ঘটনায় মূর্ত আলেখ্য চিত্রকল্পের একটি আবহ তৈরি করেছে এই শ্রেণীর ছবিকে আমরা চিত্রকল্পের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। "সার্টিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।" (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) "নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদবিগ্নভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারী গান গাহে, পুরাতন বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন কাঁচা আম অথবা তপসি-মাছওয়ালা আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্বক আর-একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে।"

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে নবকুমারের সাজসজ্জার সরঞ্জাম 'সার্টিনের জামা', 'জরির টুপি', 'সোনার বালা', 'দুইগাছি মল' প্রতিটি টুকরো টুকরো ছবির আকারে আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়ে ধরা দিলেও এই ছবি গুলি পাঠক মনে বিশেষ কোনো উত্তেজনা বা হৃদয়ে গভীর দাগ কেটে যাওয়ার মতো কোনো বোধের সঞ্চার করে না। অন্যদিকে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে দৈনিক প্রাতঃকালের চলমান জগতের সাধারণ বর্ণনা— 'গাড়ি-ঘোড়া চলে', 'বৈষ্ণব-ভিখারী গান গায়', 'পুরাতন বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়', 'কাঁচা আম', 'তপসে মাছ' - কখনও শ্রবণ-ইন্দ্রিয় কখনও স্বাদেন্দ্রিয়র সংস্পর্শে 'নিবারণের সাদামাটা জীবন-যাপনের ধারণা পাঠকের মনে গল্পের শুরুতেই লেখক জানিয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু তৎক্ষণাৎ গল্পে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশেষকোনো আবেগকে জাগ্রত না করলেও নবকুমারের সাজসজ্জা বা নিবারণের যাপনের বর্ণনার মধ্যে ইন্দ্রিয়যোগে পাঠকের মস্তিষ্কে চিত্রকল্পের আবহ তৈরি করে যায়।

খ. এ জাতীয় চিত্রকল্প ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক। এ জাতীয় চিত্রকল্পে পঞ্চইন্দ্রিয় ভাষার ছবির প্রতিটা শব্দ-বাক্যের মধ্যে দিয়ে পাঠক চিত্তে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। দর্শন ইন্দ্রিয় যোগে দৃশ্য চিত্রকল্প, শ্রবণ ইন্দ্রিয় যোগে শ্রুতি চিত্রকল্প, স্পর্শ ইন্দ্রিয় যোগে স্পর্শচিত্রকল্প, স্বাদ ইন্দ্রিয় যোগে স্বাদেন্দ্রিয় চিত্রকল্প, ঘ্রাণেন্দ্রিয় যোগে ঘ্রাণেন্দ্রিয় চিত্রকল্প গঠিত হয়।

দৃশ্য চিত্রকল্প : "খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।" (একরাত্রি) "সমস্ত জগৎ সংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল।" (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) 'একরাত্রি' গল্পে লেখক গল্পের শেষপ্রান্তে বাল্যকালে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া দু-জন নরনারী তাদের পরিণত অবস্থায় গভীর রাতে মহামিলনের যে আয়োজন করছেন লেখক তার পূর্বভাস দিচ্ছেন প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা একটি দৃশ্য চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে। আকাশে 'খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ' আসলে নরনারীর দীর্ঘ দিন ধরে জমে থাকা পুরোনো বাল্যস্মৃতি যা মেঘের মতো সমস্ত দিনের আনাগোনায় গভীর রাতের মহামিলন কে এগিয়ে নিয়ে আসে। পাঠক মেঘাচ্ছন্ন বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বা 'খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ' দর্শন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবে লেখকের তুলিতে সৃষ্ট মেঘাচ্ছন্ন বাইরের প্রাকৃতির দৃশ্যের আড়ালে নরনারীর মধ্যে মহামিলনের পূর্বপ্রস্তুতির বার্তা দিতে চেয়েছেন তা পাঠক অনুভব করে।

খোকাবাবুকে পদ্মার বুকে হারিয়ে রাইচরণের অন্ধকারচ্ছন্ন জীবনের মানসিক বিষাদময় অবস্থা ধোঁওয়ার রঙের চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। বিবর্ণ ধধোঁওয়ার রঙের মধ্যে দিয়ে লেখকের দেওয়া বার্তা পাঠক ধোওয়ার রঙকে তার দর্শন ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্যগ্রাহ্য হওয়ার কারণে গল্পে এটি দৃশ্য চিত্রকল্পে পরিণত হয়েছে।

শ্রুতি চিত্রকল্প : "পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ ঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনারাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।" (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন)

"মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝটপট করিয়া বনের মধ্যে দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের দৃঢ় করিয়া ধরিল" (সম্পত্তি-সমপর্ণ)

"কোথাও কিছু শব্দ নাই— কেবল পুস্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল— যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।" (জীবিত ও মৃত)

"সেখানে অন্ধকার আরো ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।" (নিশীথে)

"জনমানব শূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে? ও কে? ও কে?"

"আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল— "ও কে। ও কে।ও কে গো।" (নিশীথে)

"তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসার পথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়ছড় খড়খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।" (শাস্তি)

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে বর্ষায় উত্তাল পদ্মার ভয়ংকর রূপের চিত্র রবীন্দ্রনাথ পাড় ভাঙার 'ঝুপ ঝাপ' শব্দ সহযোগে অঙ্কিত করেছেন। পাঠক 'ঝুপ ঝাপ' শব্দ তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে বর্ষায় পদ্মার ভয়ংকর রাক্ষসী রুপ মূর্তি পাঠকের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। শুধু পদ্মার ভয়ংকর রূপ নয়, মানুষের অবচেতনে বয়ে চলা অতিপ্রাকৃতিক আবহাওয়ায় মানুষের মধ্যেকার ভীতি চেতনাও এসেছে রবীন্দ্রনাথের গল্পে, শ্রবণ ইন্দ্রিয় যোগে শ্রুতি চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে। 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে অন্ধকার বনে 'নিশাচর পক্ষীর পদশব্দ' যজ্ঞনাথ কুণ্ড'র যখ পরিকল্পনার অমঙ্গলের ইঙ্গিতের সাথে সাথে পাঠকের হৃদয়ে কুৎসীত বিভৎস ভীতির জাগরণ ঘটায়। শুধু পাখি নয় 'জীবিত ও মৃত' গল্পে 'ঝিল্লির ডাক' 'ভেকের ডাক'

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'নীশিথে' গল্পে 'ঝিল্লির ডাক' গল্পের ঘটনায় শুধু চরিত্রের মধ্যে নয় চরিত্রকে ছাপিয়ে পাঠকের কর্ণে এসে অতিপ্রাকৃত অনুভূতিকে সজাগ করে দিয়ে যায়। পশু পাখি পতঙ্গ ছাড়াও মনুষ্য কণ্ঠের ও কে? ও কে? ও কে? উত্তেজিত সপ্তম স্বরের ধ্বনি ঝংকার গল্পের চরিত্রকে ছাপিয়ে বইয়ের পাতা ভেদ করে পাঠকের কর্ণমূলকে প্রখর করে শিরায় শিরায় শিহরণ বয়ে নিয়ে যায়। অতিপ্রাকৃত অনুভূতি ছাড়াও লেখক সাধনা পর্বে শ্রবণানুভূতির দ্বারা নিম্নবিত্ত সংসারের ভারবহনের ছবিটিকেও তিনি খুব সযত্নে অঙ্কিত করেছেন। 'শান্তি' গল্পে পথে স্প্রিংবিহীন এক্কাগাড়ির চাকার ছড় ছড় খড় খড় শব্দ করে চলার ছবির মধ্যে দিয়ে লেখক দুঃখিরাম ও ছিদামের সংসারের নিত্য কলহকে সঙ্গে নিয়ে সংসার যাত্রার এগিয়ে যাওয়ার জীবনের কথাই বলতে চেয়েছেন। 'ছড় ছড় খড় খড়' শব্দ পাঠক তার শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবে লেখকের দেওয়া গল্পের এই বিশেষ বার্তাটি পাঠক শ্রুতি চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। শব্দের দ্যোতনা এতটাই গভীর যে সুজিৎ ঘোষ তাঁর 'আধুনিক বাঙলা কবিতায় চিত্রকল্প' প্রবন্ধে জানান—

> "আমাদের ভিতরের বোধ সবথেকে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে এই শ্রুতি-চিত্ররূপ কল্পে।"[৩]

স্পর্শচিত্রকল্প : "হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোখের জল বাস্প হইয়া শুকাইয়া গেল" (মধ্যবর্তিনী)। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে হরসুন্দরীর হঠাৎ প্রাপ্ত এক যন্ত্রণাবোধের পরিচয় উপরিউক্ত স্পর্শচিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক পাঠককে জানিয়েছেন। জ্বলন্ত বজ্রশলাকার 'তীব্রতাপ' পাঠক তার স্পর্শ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে হরসুন্দরীর স্বামীর দ্বিতীয় বার নবযৌবনা শৈলবালাকে বিবাহের পর নিবারণের হঠাৎ আচরণের বদল হরসুন্দরীর মনে যন্ত্রণার মাত্রা অনুভব করে।

এছাড়াও হাতের স্পর্শে প্রণয় নিবেদনের স্পর্শচিত্রকল্পও আমরা পেয়ে থাকি। 'নিশীথে' গল্পে দক্ষিণাচরণবাবু প্রথম স্ত্রীর শীর্ণ উত্তপ্ত হাতের ওপর হাত রেখে বকুল তলায় বলা সেই কথা— "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।" আবার দ্বিতীয় স্ত্রী মনোরমাকে বরানগরের বাগানে দক্ষিণাচরণ বাবু দুই হাতে স্ত্রীর হাত তুলে নিয়ে বলেছিল— "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলিতে পারিব না।" স্পর্শযোগে এই রকম চিত্রকল্প 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে অমিত ল্যাবণ্যের প্রণয়ের ক্ষেত্রে আমরা উপভোগ করি।

ঘ্রাণেইন্দ্রিয় চিত্রকল্প : "বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজের ঘন গন্ধবাস্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

'শান্তি' গল্পে বর্ষায় দুঃখিরাম ও ছিদামের বাড়ির পরিবেশের ছবি লেখক 'সিক্ত উদ্ভিদের' গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনুভবে গড়ে তুললেন। মানব মস্তিষ্কে গন্ধের অভাবনীয় অবদান, বুদ্ধদেব বাবুর কথা থেকেই বলা যায়—

> "পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে কোমল ও সূক্ষ, সবচেয়ে স্মৃতিসঞ্চারী এবং সবচেয়ে আশুক্লান্ত।"[৪]

গ. এ জাতীয় চিত্রকল্প ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক তো বটেই সাথে এক আলংকারিক প্রেয়াগে এ জাতীয় চিত্রকল্পের আবেদন লেখক, পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে সাদৃশ্য মূলক অলংকার বা বলা যায় উপমা অলংকারের অবদান সবথেকে বেশি। লেখক তাঁর কল্পিত বস্তুটির সাথে প্রত্যক্ষবস্তুর ভেদ বা অভেদ খুব সহজেই পাঠকের কাছে বোধগম্য করতে চিত্রকল্পে আলংকারিক প্রয়োগ ঘটান। রবীন্দ্রনাথ উপমায় যে সিদ্ধহস্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, একথা আমাদের মনে আরও বেশি করে জায়গা করে নেয় শ্যামাপদ চক্রবর্তীর সেই চরম মন্তব্য 'উপমা শ্রীরবীন্দ্রস্য' তিনি আরও বলেন— 'কালিদাসের প্রতিভার এই বিশেষ দীপ্তিটি দেড় হাজার বৎসর সম্মুজ্বল থেকে আজ কিন্তু ম্লান হয়ে গেছে রবির আলোক। আজ আমরা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারি উপমা শ্রী রবীন্দ্রস্য'। সাধনা পর্বে রবীন্দ্র-ছোটোগল্পে অলংকার বিশেষ করে উপমা অলংকার চিত্রকল্পের বাহন হয়ে উঠেছে। লেখক মনের নানা ভাবনা-চিন্তা উপমায় চিত্রকল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বাবু বলেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "মনের যে গহনে বিশুদ্ধ আখ্যান পৌঁছাতে পারে না, সেখানটায় যার আলো পড়ে, উপমা সেই প্রদীপের কাজ করে যাচ্ছে।"[৫]

'ছুটি' গল্পে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা গ্রামের দুরন্ত ফটিক কলকাতায় মামার সাথে মামার বাড়ি আসার পর কলকাতার ইঁট, কাঠ পাথরে ঘেরা শহরে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সেই সময় একটু স্নেহ, ভালোবাসা পাবার জন্য সে মরিয়া হয়ে ওঠে ফটিকের এমত করুণ মানসিক অসহায় অবস্থা লেখক উপমায় গড়া চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন। "তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।" পথের অসহায় কুকুরের সাথে লেখক ফটিকের ওই মানসিক অবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন এবং পাঠক দর্শন ইন্দ্রিয় দ্বারা পথের কুকুরকে অনুভব করে খুব সহজেই ফটিকের মানসিক অসহায়ত্বের কাছে পৌঁছে নীবিড় ভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারি। দর্শন ইন্দ্রিয় সহযোগে উপলব্ধ হওয়ার কারণে এটি উপমায় গড়া দৃশ্য চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে।

'সুভা' গল্পে বোবা সুভার লোকচক্ষুর আড়ালে বেড়ে ওঠা যৌবন মধ্যরাতের থম থমে জ্যোৎস্না প্রকৃতির সাথে এক করে দেখে তিনি উপমায় চিত্রকল্প গড়ে তুললেন— "গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া— যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন-কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থমথম করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না।"

জ্যোৎস্না প্রকৃতির এই অবাধ সৌন্দর্য মধ্যরাতের কারণে উপভোক্তা হীন তেমনি বোবা হওয়ার দরুণ সুভার নব যৌবনের পুলক ব্যর্থ। এরুপ চমৎকার সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক ভাণ্ডারেই সমৃদ্ধ থাকে। এছাড়াও এই গল্পে সুভার কলকাতার অনাগত অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ 'কুয়াশাচ্ছন্ন সকালের' সাথে লেখক মেলালেন।

শুধু তাই নয়, নববিকশিত মনের প্রতি যে কৌতুক ভোক্তার মনে সঞ্চিত থাকে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে তিনি নববিকশিত মনকে তিনি হীরকের উপমায় দেখালেন। "এ বড়ো কৌতূহল, এ বড়ো রহস্য! এক টুকরো হীরক পাইলে তাহাকে নানা ভাবে নানা দিকে ফিরাইয়া দেখিতে, ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন— বড় অপূর্ব!"

যা নতুন, অপরিচিত তাই আকর্ষণের হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্তের কাছে 'হীরক' দুর্লভ, সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতায় কৌতুহলের সামগ্রী। নিবারণের বালিকা স্ত্রীর বালিকা বয়সের সৌন্দর্য, গোপনীয়তা, তার নববিকশিত মনের ভাবরহস্য মধ্যবয়সী নিবারণের কাছে হীরকের সমান কৌতুহলে পূর্ণ। হীরক চক্ষুইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্টিগোচর হওয়ায় এখানেও তিনি উপমায় দৃশ্যচিত্র কল্প গড়ে তুললেন।

'শাস্তি' গল্পটি যদি আমরা খেয়াল করি সেখানেও একাধিক উপমায় ছবি আনছেন লেখক তার মনের ভাব-বস্তু স্বচ্ছ ভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে।

রবীন্দ্রনাথ চঞ্চলা চটুলা চন্দরার দৈহিক আকার দেখাতে নূতন-তৈরি নৌকার উপমা আনলেন। এটিও দৃশ্যগ্রাহ্য উপমায় চিত্রকল্প, এছাড়াও ভাত না পাওয়ায় দুখিরামের হিংস্র মনোভাব কে ফুটিয়ে তুলতে ক্রুদ্ধ বাঘের উপমা এনেছেন গল্পে।

বিমূর্ত চিত্রকল্প : এ জাতীয় চিত্রকল্প শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে ইন্দ্রিয়ের স্তরান্তর পেরিয়ে আমাদের চেতনায়, বোধের কাছে এক বিমূর্ত অনুভূতি ছড়িয়ে দেয়। 'একরাত্রি' গল্পে লেখক গল্পের শেষ প্রান্তে নরনারীর মধ্যে যে এক মহামিলন সৃষ্টি করলেন সেই মিলন দৃশ্য সুখ এবং আক্ষেপের এক বিমূর্ত অনুভূতি গল্পের বইয়ের পাতা ভেদ করে পাঠকের চেতনায় পৌঁছে দেয় লেখক। "আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল-হাত পাঁচছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে— তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না— কিন্তু একটা কথাও বলা গেল ন। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।"

'একরাত্রি' গল্পের একদম শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর রাতে প্রবল বানে জলমগ্ন চারিপাশে একটি বাঁধের উপর দু'জন নর-নারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার একটি ছবি আঁকলেন। 'গভীর রাত', 'মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা' নিস্তব্ধতার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 20
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 144 - 150
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মধ্যে দিয়ে কথকের প্রথম যৌবনে হারিয়ে ফেলা সুরবালাকে না পাওয়ার আক্ষেপের মাত্রা এই একরাত্রিতে ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য সুরবালাকে পাওয়ার মাত্রার অনুভূতি পূর্ব আক্ষেপকে ছাপিয়ে যায় এবং গল্পে তৈরি হয় এক মহামিলন রাত্রির ছবি। কথকের সুরবালাকে না পাওয়ার আক্ষেপ থেকে সুরবালাকে পাওয়ায় সুখে পরিণত হওয়ার একটি ছবি আমরা শুধুমাত্র যে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি তা নয়। 'সুখ' ও 'আক্ষেপের' বিমূর্তরূপ আমাদের অতীন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়।

'জয় পরাজয়' গল্পেও আমরা দেখি একজন অনাদর, অবহেলিত লেখকের কাব্যরাশির কাব্যযজ্ঞের আয়োজনে লেখক তাঁর আত্মঘাতের নীরব প্রতিবাদ ঘোষণা করেন সেই সমস্ত নিষ্ঠুর বেরসিক মানুষদের যাদের আনন্দের জন্য গল্পের কবি শেখর বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত সিন্ধু সমান জ্ঞান অর্জন করে লিখেছিলেন রাশি রাশি কাব্যমালা। "একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিক্ষেপ করতে করিতে বলিলেন, 'তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম— হে সুন্দরী অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম।"

জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মাচ্ছিত কাব্যরাশির ছাই আসলে কবি শেখরের অস্তি ছাই বিন্দু। জ্বলন্ত অগ্নি এখানে শুধু দৃশ্যগ্রাহ্য তা নয় অগ্নির তাপ স্পর্শ গ্রাহ্যও বটে। গল্পে শেখকের এরূপ যজ্ঞের আয়োজন লেখক যেভাবে প্রতিটা বাক্যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন তার করুণ সুর একজন অবহেলিত, অসম্মানীয় লেখকের বেদনা - যন্ত্রণা প্রতি মর্মে মর্মে এক সুপ্ত চেতনা দ্বারা পাঠক উপলব্ধি করতে পারে।

চিত্রকল্প একজন লেখকের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ, বা লেখকের সত্যোপলব্ধি থাকে প্রতিমায় যেমনটা বলেন অশ্রুকুমার সিকদার। ছবি একটা সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করে দেয় পাঠকের সাথে লেখকের আবেগ-অনুভূতির। লেখক কোনো ঘটনার বিষয়-বস্তুর মধ্যে দিয়েই হোক বা কোনো চরিত্রের মধ্যে দিয়েই হোক তাঁর নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি, অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে খুব সহজে বোধগম্য করে তোলার জন্য সাহিত্যে বিষয়নুযায়ী বিবৃতির স্বাভাবিকতা বজায় রেখে একটি সুপরিচ্ছন্ন ছবি তৈরি করেন ভাষার তুলিতে। পাঠক এই ছবির দ্বারাই খুব সহজেই সরাসরি বিষয়-বস্তু বা চরিত্রটিকে ছুঁয়ে লেখকের আবেগটিকে অনুভব করতে পারে বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়াই। এভাবেই একটি ছবি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে ওঠে। যদিও সাধনা পর্বের ছোটগল্পগুলিতে দৃশ্য ও শ্রুতি চিত্রকল্পই বেশি লক্ষ করা যায় তবুও বলতেই হয় রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তুচ্ছ-থেকে তুচ্ছতর বস্তুকে যে পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা অনুভব করেছেন 'গল্পগুচ্ছ' তার সাক্ষী বহন করে আসছে প্রতিনিয়ত।

Reference:

১. Lewis, C. Day. The poetic image, London, Tenth impression 1961, p. 18
২. Skelton, Rabin. 'The poetic pattern', London, Rutlrdge & kegan paul 1956, p. 90-91
৩. ঘোষ, সুজিৎ, 'আধুনিক বাঙলা কবিতায় চিত্রকল্প', চতুরঙ্গ ৫০বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, অন্তরঙ্গ প্রকাশনী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ পৃ. ৩৯৯
৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রবন্ধ সমগ্র৩', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ; মাঘ ১৪১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ; মাঘ ১৪২৮, পৃ. ৫৪
৫. বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রবন্ধ সমগ্র৩', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ; মাঘ ১৪১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ; মাঘ ১৪২৮, পৃ. ৬৩

Bibliography:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' অষ্টমখণ্ড, কলকাতা বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯৫, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২৬
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' নবমখণ্ড, কলকাতা বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২৯